বিষয়বস্তুঃ রমাযানে বিদায়ী জুমুআ ও ঈদ

রমাযানের পঞ্চম জুমুআর বয়ান

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللهُ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা !

আজ রমাযান মাসের চতুর্থ ও শেষ জুমুআ। দু'তিন দিন পর আসছে ঈদুল ফিতর। তাই আজ আমরা বিদায়ী জুমুআ ও ঈদ সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। রমাযান মাসের শেষ জুমুআর জন্য আলাদা কোন ফযীলত নেই। তবে যেহেতু রমাযানের প্রত্যেক জুমুআর গুরুত্ব বেশি, আর এই শেষ জুমুআর পর আগামী এক বছর আমরা এই দিনটি পাব না, সেই হিসাবে আজকের জুমুআর গুরুত্ব আমাদের কাছে

খুব বেশি। আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন, আগামীতে আমরা এই জুমুআ ও রমাযান মাস পাব কি না।

কেননা, বহু মানুষ যারা গত রমাযানে আমাদের মাঝে ছিলেন, তাদের অনেকেই আজ দুনিয়াতে নেই। রমাযান মাসের এক এক মূহুর্তের কদর বা মূল্য এখন তারা বুঝতে পারছেন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে লাখো শুকুরিয়া জানাই যে, তিনি আমাদের এই মাসটি দিয়েছেন। এ রকম মুবারক ও ক্ষমার মাস পেয়েও যদি আমরা ইবাদত উপাসনা ও তাওবা ইস্তেগফার করে আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে না পারি তবে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ! কেননা, হাদীসে আছে হযরত জিরাইল (আঃ) নবীজির কাছে এসে বলেছিলেনঃ সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমাযান মাস পেল অথচ তার ক্ষমা হল না। এ কথা শুনে নবীজি বলেছিলেনঃ আমীন। তাই আজ আমাদের মনে এ ভয় থাকা দরকার যে, আমরা এ হাদীসের ধমকির উপযুক্ত নয় তো ? কেননা, আল্লাহ তায়ালা রমাযান মাসটি বান্দার গোনাহ সমূহ ধুয়ে মুছে তাদের নিষ্পাপ করার

জন্য দিয়েছেন। রোযা রাখলে গোনাহ্ মাফ। কাউকে ইফতার করালে গোনাহ্ মাফ। তারাবীর নামায পড়লে গোনাহ্ মাফ। কর্মচারী ও মজদূরের কাজ হালাকা করে দিলে গোনাহ্ মাফ। এক কথায়, ছোট ছোট আমলের কারণেও আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে এ মাসে আমাদের জন্য ক্ষমার ঘোষণা করা আছে। তবুও যদি আমরা আমাদের বেপরোয়া ও অসতর্কতা মূলক কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের কারণে, আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমার যোগ্য না হই, তবে নিঃসন্দেহে এটা চরম দুঃখের বিষয়। তাই আর যে ক'দিন বাকি আছে, আমরা সাধ্যমত মত বেশি বেশি ইবাদত করব এবং আল্লাহর কাছে নিজেদের গোনাহ্ মাফের জন্য তাওবা ইস্তেগফার করব। যেন তিনি এই মুবারক মাসে আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন।

সূধীবৃন্দ ! আর দু'তিন দিন পর আসছে ঈদ। তাই ঈদের দিনে আমাদের কিছু করণীয় বিষয় জেনে রাখি। কোন কোন এলাকায় ঈদ উপলক্ষে সুন্নত বিরোধী বিভিন্ন রকম প্রথা চালু আছে। তাই আমাদের জেনে রাখা দরকার, এ

দিনের সুন্নত আমল কি কি। কেননা, সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ করে আমরা কামিয়াব হতে পারব না।

কুরআন মজীদের সূরা আল ইমরানের ৩১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ

"আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভাল বাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, কেবল মুখে মুখে নবীর ভালবাসার দাবী করলেই চলবে না। বরং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণই হল নবী প্রেমের দলীল। তাই আমরা ইবাদত-উপাসনা ও প্রত্যেক কাজে নবীজির আদেশ ও নিষেধ মেনে চলব। বিশেষ করে আগামী ঈদের দিন সম্পর্কে তিনি আমাদের যে সব বিধি-বিধান দিয়েছেন, আমরা সীমা লঙ্ঘন না করে নবীজির সুন্নত অনুযায়ী আমল করব।

প্রথমে আমরা জেনে রাখি, ঈদের দিনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর দেখলেন যে, মদীনা বাসীরা দু'দিন খেলা-ধুলো ও আনন্দ উৎসব পালন করছে। তখন নবীজি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তারা বলেছিলেনঃ আমরা জাহিলী যুগে এ দু'দিন আনন্দ-ফূর্তি করতাম। তাই আমরা এ উৎসব পালন করছি। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছিলেনঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এই দু'দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দু'টি দিন দিয়েছেন; তা হল ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা। এটা সুনানে আবূ দাউদের ১১৩৪ নম্বর হাদীস।

শ্রোতা মণ্ডলী ! এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, এই দুই ঈদের দিন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের আনন্দ উৎসবের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এর মধ্যে রমাযানের এক মাস রোযা রাখার পর প্রথম ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতর সম্পর্কে আমরা সহীহ মুসলিমের ১১৫১ নম্বর হাদীস লক্ষ্য করিঃ হযরত আবূ

হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَ فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

রোযাদারের জন্য দু'টি খুশি আছে। একটা খুশি ইফতারের সময় হয়ে থাকে। আর একটা খুশি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সময় হবে। এ হাদীসে ইফতারের সময় যে খুশির কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেনঃ ইফতার দু'রকম; এক হল, ওই ইফতার যা প্রতিদিন রোযা খোলার সময় হয়ে থাকে। একে বলা হয় 'ইফতারে আসগার' ছোট ইফতার। এই ইফতারের সময় প্রত্যেক রোযাদার নিজের মনে খুশি অনুভব করে।

আর এক হল ওই ইফতার, যা রমাযান মাস শেষ হওয়ার পর হয়ে থাকে এবং যার সাথে হয় ঈদুল ফিতরের খুশি। এই ইফতারকে 'ইফতারে আকবার' বলা হয়। আর দ্বিতীয় খুশি যা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের সময় হবে, সে সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ৭৪৯২ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "রোযা

আমার জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দিব।” অর্থাৎ রোযার কোন সাওয়াব নির্দিষ্ট নেই। কি নিয়ামত দিলে রোযাদার খুশি হবে, তা আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে দিয়ে খুশি করাবেন।

ঈদুল ফিতরের দিনে কয়েকটি সুন্নতঃ (১) সাদকাতুল ফিতর আদায় করা, (২) ঈদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে যাওয়া, (৩) গোসল করা ও খুশবু লাগানো, (৪) ভাল কাপড় পড়া, (৫) পায়ে হেটে ঈদগাহ ময়দানে যাওয়া, (৬) এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া আর অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরা। সাদকাতুল ফিতরা ঈদগাহ ময়দানে যাওয়ার আগে আদায় করতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহ ময়দানে যাওয়ার আগে সাদকাতুল ফিতরা আদায় করতে বলেছেন।

সাদাকাতুল ফিতরা কেন দিতে হবে ? এ সম্পর্কে সুনানে আবূ দাউদের ১৬০৯ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযাদারের অনর্থক কথাবার্তা ও অশালীন আচারণ থেকে পাক-পবিত্র করতে এবং গরীব মিসকীনদের খাদ্য ব্যবস্থার জন্য সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের আগে সাদকাহ আদায় করবে, তার এই সাদকাহ, সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে কবুল হবে। আর যে নামাযের পরে সাদকাহ আদায় করবে, তা কেবল সাধারণ সাদকাহ হিসাবে গণ্য হবে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে সাদকাতুল ফিতরার দু'টি উপকারের কথা বলা বলেছেন। (১) রোযাদারকে পাক- পবিত্র করা। অর্থাৎ কোন কোন সময় রোযাদার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, অনর্থক কথা বার্থা ও অশালীন কাজ-কাম করে ফেলে। যার কারণে রোযার মধ্যে ত্রুটি এসে যায়। সাদকাতুল ফিতরার বরকতে আল্লাহ তায়ালা এসব ত্রুটি দূর করে রোযাদারকে পাক-পবিত্র করে দেন। (২) গরীব মিসকীনদের খাদ্য- খোরাকের ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ, ঈদের দিনে যাতে আনন্দ- উৎসবে ধনি-গরীব সকলে

শরীক হতে পারে, তাই আল্লাহ আয়ালা মালদারের উপর সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করেছেন। যাতে এমন না হয় যে, কেবল মালদারেরা ঈদ উদযাপন করবে, উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। আর তাদের পাশে তাদের পাড়া প্রতিবেশী অসহায় গরীব মানুষের পরার কাপড় জুটবে না, তাদের চুলোয় আগুন জলবে না।

ঈদুল ফিতরের দিন খেজুর বা অন্য কোন খাদ্য খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নত। সহীহ বুখারীর ৯৫৩ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু খেজুর না খাওয়া পর্যন্ত ঈদগাহে যেতেন না। আর তিনি বেজোড় সংখ্যা খেজুর খেতেন। ঈদগাহে যাওয়া ও সেখান থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি এক রাস্তা দিয়ে যেতেন আর অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়িতে আসতেন। তাই এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নত।

সুধীবৃন্দ ! ঈদুল ফিতরকে হাদীসে يَوْمُ الْجَائِزَة পুরস্কারের দিন বলা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দারা যে এক মাস রোযা ও অন্যান্য ইবাদত করেছে, ঈদের দিন হল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সেই সব ইবাদতের পুরস্কারের দিন। এ দিনে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার বান্দাদের প্রতি ইশারা করে ফিরিশতাদের নিকট ফখর করেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার সময় ফিরিশতাদের জানিয়ে ছিলেন যে, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। তখন তারা বলেছিলঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ ও হত্যাকাণ্ড করবে ? আল্লাহ তায়ালা তখন বলেছিলেনঃ আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। তাই ঈদের দিন আল্লাহ তায়ালা সেই সব ফিরিশতাদের উপর ফখর করে বলেনঃ দেখ ফিরিশতারা ! আমার বান্দারা কিভাবে আমার হুকুম পালন করার জন্য নিজেদের মনের খাহেশকে দাবিয়ে রেখে দিনের বেলায় একটি মাস অনাহারে কাটিয়েছে। রাতে নামায পড়েছে।

আর তবরানী কাবীরের ৬১৭ নম্বর হাদীসে হযরত আওস আনসারী (রযি) হতে বর্ণিত আছে, ঈদের দিন ফিরিশতারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোষণা করেনঃ হে লোকসকল ! তোমরা সেই দয়াময় আল্লাহর রহমতের দিকে চল, যিনি সৎকাজ করিয়ে নেন এবং সেই কাজের জন্য বিপুল সাওয়াবও দিয়ে থাকেন। তোমাদেরকে তারাবীর নামাযের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তোমরা তা পালন করেছ। আর দিনের বেলা রোযা রাখতে বলা হয়েছিল, তোমরা রোযা রেখেছিলে। তোমাদের রবের আদেশ- নিষেধ মেনে চলেছ। অতএব, তোমরা তোমাদের এসব আমলের পুরস্কার নিয়ে নাও। লোকেরা যখন ঈদের নামায পরে নেয়। তখন একজন ফিরিশতা ঘোষণা করে বলেনঃ তোমাদের রব তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা সৎমনে আপনাপন বাড়িতে ফিরে যাও। এটা হল পুস্কারের দিন। আসমানে ফিরিশতা মহলে এই দিনটাকে ইয়াওমুল জায়িযাহ অর্থাৎ, পুরস্কারের দিন বলা হয়।

দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের ইবাদত উপাসনা সমূহ কবূল করুন এবং আমাদের যিন্দেগীর সমস্ত গোনাহগুলিকে ক্ষমা করে দিন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

সংকলনেঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
শাইখুল হাদীস, জামিয়া জামপুর